কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

### জাবিতে পহেলা বৈশাখে ছাত্রী লাঞ্ছনা

# ছাত্রলীগের ৫ নেতাকর্মী চিরতরে বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখের দিন সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করার প্রমাণ মেলায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মী পাঁচ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বহিষ্কৃত ওই পাঁচ নেতাকর্মী হলেন শহীদ সালাম-বরকত হল শাখা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক রসায়ন বিভাগের ছাত্র নাফিজ ইমতিয়াজ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যকরী সদস্য ও জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত ইমতিয়াজ ওরফে বিজয়; ছাত্রলীগকর্মী নৃবিজ্ঞান বিভাগের আবদুর রহমান ইফতি ও নুরুল কবির এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের রাকীব হাসান। তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সালাম-বরকত হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগকর্মীদের বহিষ্কারের খবরে ক্যাম্পাসে মিষ্টি বিতরণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছে 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

## ছাত্রলীগের ৫ নেতাকর্মী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পহেলা বৈশাখের দিন বিভাগের অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ওই ছাত্রী তাঁর সহপাঠীর সঙ্গে নিজের হলে ফিরছিলেন। ক্যাম্পাসের পরিবহন চত্বরসংলগ্ন চৌরঙ্গীতে আসার পর দুই ছেলে তাঁদের দাঁড় করিয়ে কথা বলেন। পাশেই আরো তিনজন দাঁড়িয়েছিলেন। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের কেউ একজন ওই ছাত্রীর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ঢুকে যান। তখন তাঁরাও (ওই ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠী) ব্যাগ ফিরিয়ে আনতে জঙ্গলের ভেতর ঢোকেন। জঙ্গলের ভেতর ওই পাঁচজনের সঙ্গে তাঁদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাঁদের মারধর এবং গালাগাল করেন। এ সময় ছাত্রলীগকর্মী নুরুল কবির ছাত্রীর মুঠোফোন এবং ব্যাগ থেকে ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেন। নিশাত ইমতিয়াজ ওই ছাত্রীকে উদ্দেশ করে অশ্লীল মন্তব্য করেন। এ সময় তাঁরা ওই ছাত্রীর হাত ধরে টানাটানি করেন। রাকীব হাসান এ সময় শাড়ি ধরে টান দিলে ওই ছাত্রী চিৎকার করেন। চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষজন জড়ো হয়। তখন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়। হলে গিয়ে ওই ছাত্রী বিষয়টি জ্যেষ্ঠ ছাত্রীদের জানান। এরপর হলের জ্যেষ্ঠ ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমে প্রক্টরের কাছে এবং পরে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন ওই ছাত্রী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, 'আমরা যৌন নিপীড়নের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাইনি। তবে ছিনতাই, মারধর ও ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগে তাঁদের চিরতরে বহিষ্কার করা হয়েছে।'